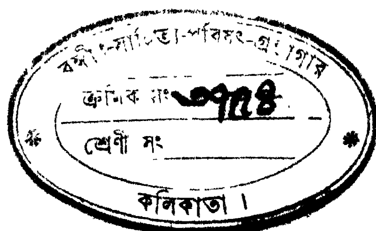
বীথি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

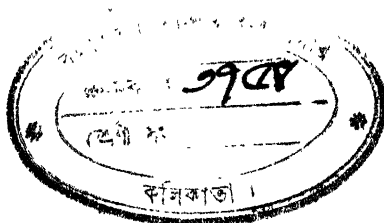
বীথি



শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

PUBLISHER
CHINTAHARAN GOOHA OF
The Grihastha Publishing House
24, Middle Road, Entally.

PRINTER
ASHUTOSH BANERJEE,
The India Press
24, Middle Road, Entally,
CALCUTTA,
1916.



ভূমিকা

ইহার কবিতাগুলির অধিকাংশই মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজী হইতে অনূদিত "অনুরোধ" নামক কবিতাটী এবং 'প্রতীক্ষা' 'বাদলে' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উৎসর্গ



বন্ধুবর—

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়

শ্রীকরকমলেষু।

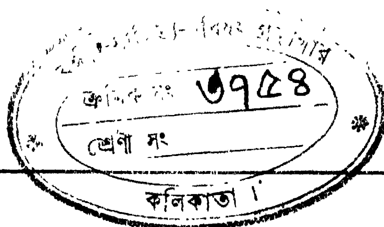
আপনি আমায় ভালবাসেন এবং আমার কবিতা ভালবাসেন তাহার জন্য নহে, আপনি আমাদের সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকা কালে সর্ব্বজনের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহার জন্যও নহে, আপনি যে আমাদের মহকুমার ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠকবি কাশীরামদাসের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং মরণোম্মুখ কাটোয়া উচ্চইংরাজী স্কুলকে সঞ্জীবিত করিয়া কাশীরামদাসের নামে নামকরণ করিয়াছেন সেই জন্যই এই দীন পল্লীকবির গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এ অযোগ্য উপহার গ্রহণ করুন।

মাথরুণ
২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩২২।



স্নেহের
কুমুদরঞ্জন

সূচী



বীথি



হিন্দু।



লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই যেন আমি হইগো হিন্দু
যার দেবাগার শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন সুনীল সিন্ধু।
দেবতার নামে হয় নিশিভোর, দেবতার নাম প্রভাত কৃত্য,
দেবতার নামে শত্রু মিত্র, পুত্র কন্যা প্রভু ও ভৃত্য।
তীর্থ যাহার নদ নদী কূলে, অতল সাগরে, অচল শৃঙ্গে,
হরিনাম যার কুঞ্জে কুঞ্জে গায় প্রতিদিন বিহগ ভৃঙ্গে।
যোগ বলে লভি শক্তি বিপুল, চাহে না যে রাঙা চরণ ভিন্ন;
দেবতা যাহার বহেন বক্ষে নিয়ত ভকত চরণ চিহ্ন,
দেবময় যার অনল অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু,
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

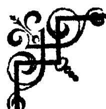


(২)

ভবনে যাহার আসে দশভুজা শ্যামল ধান্য সেফালি গন্ধে,
আগমনী গান গাহে কবিকুল পুরাতন-চির-নূতন ছন্দে।
হরি দোল রাসে পূত পূর্ণিমা, পূতা অমানিশি শ্যামার বর্ণে,
শ্যামের আভায় নভ ঘন নীল, মাখা শ্যামরূপ বিটপী পর্ণে।
জোছনা নিশীথে শ্যামের বাঁশীতে উজান যাহার বহায় বক্ষে,
আঁধার রাশিতে শ্যামার হাসিতে ভীষণ মশান প্রকটে চক্ষে।
প্রকৃতি যাহার দেবে দেবময়ী, পুষ্প যাহার দেবের ভোগ্য,
ভক্তি যাহার বিতরে মুক্তি, চণ্ডালে করে ঋষির যোগ্য,
দেবময় যার অনল অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু,
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

(৩)

যার চোখে এই বিপুল বিশ্ব দেবের মিলনে সতত রম্য
দেবতা যাহার মাতা পিতা সখা, নহে অদৃশ্য অনধিগম্য।
কর্ম্মে যাহার শুধু অধিকার, ফল যার দেব চরণে ন্যস্ত,
নিষ্কাম যার ধর্ম্ম সাধনা, সংযমে যার দেবতা ত্রস্ত।



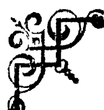
ব্রাহ্মণে যার ভক্তি অতুল, গাভীরে যে গণে জননী তুল্য,
সন্ন্যাসিপদে লুটায় নৃপতি, বিভবের যেথা নাহিক মূল্য।
নামে রুচি আর জীবে দয়া যার গুরুর দত্ত প্রথম দীক্ষা,
রাজা চলে যার ব্রজের পথেতে, কাঁধে ঝুলি লয়ে করিতে ভিক্ষা।
মোক্ষ না পাই দুঃখ তাহাতে নাহিক আমার নাহিক বিন্দু,
লভিয়া ভক্তি হৃদয়ে শক্তি হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

পুরী উপকণ্ঠে।

বিদায় হৃদয়রাজ,
নয়নের জলে এ দান কাঙাল
বিদায় মাগিছে আজ,
লয়ে অতি ক্ষীণ ভকতির কণা,
বহুদূর হতে এসেছে এ জনা,
অপার কৃপায় দিয়াছ যে ঠাঁই
তব ভবনের মাঝ,

(২)

মন্দির বায়ু শত ভকতের
ভরা অনুরাগ মাখা,
ভকতি নম্র অক্ষয় বট
ছায়াময় শাখিশাখা।



তৃষিত অযুত আঁখির আলোক,
ভকত হিয়ার অধীর পুলক,
দেবতা চরণচিহ্নিত পথ
মরমে রহিল আঁকা।

(৩)

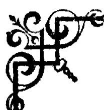
দুর্ব্বল হিয়া কাঁপে দুরু দুরু
দাঁড়াইতে তব আগে,
ও বিশাল আঁখি হেরি পাপ তাপ
সভয়ে বিদায় মাগে।
বেদী পরশিতে শিহরে যে বুক
পূত শঙ্কায় শুকায় এ মুখ,
পাষাণ হৃদয় হয় বিগলিত
গলে যায় অনুরাগে।

(৪)

রেখে গেনু দেব আঁখির পিয়াসা
আরতির দীপে তুলি,
হিয়ার ভকতি রেখে গেল দাস
পাত্ত সলিলে গুলি'।

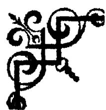


ছড়ায়ে গেলাম হে রাজাধিরাজ,
কাতর কামনা পথ ধূলি মাঝ,
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ
পূর্ণ হয়েছে ঝুলি।



ধূপ।

ওহে ধূপ কোন উগ্র তপস্যার বলে
শিখিলে এ আত্মত্যাগ সংযম অটল,
কোন মহাতীর্থে কোন ত্রিবেণীর জলে
ভাসাইলে স্বার্থরাশি সাধিতে মঙ্গল।
কোন দধীচির কাছে মন্ত্রশিষ্য হয়ে
ধরিলে এ মহাব্রত হে ক্ষুদ্র মহান
কোন নবদ্বীপ ধামে পুণ্য ভেক্ লয়ে
বিশ্বে বিলাইয়া দিলে আপন পরাণ।
শিখিয়াছ কোন হিন্দু বিধবার কাছে
পোড়াইতে দেবোদ্দেশে তনু আপনার ?
ওহে আত্মভোলা, আর মনে কিহে আছে
আপনারে দিলে কবে করিয়া সবার ?
হে সংযমী, হে বৈষ্ণব, ওহে জনপ্রিয়
তব আত্মত্যাগ কণা মোরে শিখাইয়ো।



ত্যাগের জয়।



হারাইয়া গে'ছে একশত বিঘা দেবোত্তরের 'ছাড়'
জানিতে পারিয়া করে কাড়াকাড়ি দয়াহীন জমিদার।
বহু বহু দূরে মহারাজ কাছে বহু দরবার করি,
নব ছাড় পুনঃ পেলে ব্রাহ্মণ রহি বহুদিন ধরি।
কোথায় তাহার পল্লীভবন কোথা সেই রাজধানী
বাহিরিল দ্বিজ নামাবলী সনে বাঁধিয়া কাগজখানি।
সব পথিকের মাঝে মাঝে চলে চলে অতি সাবধানে,
কোন পথ দিয়া আসে যে বিপদ বল কে গণিতে জানে।
একদিন এক দস্যুর দল পথিকে করিল তাড়া,
প্রাণভয়ে ছুটি চলে ব্রাহ্মণ নামাবলী হয়ে হারা।
মূর্চ্ছিত হয়ে পথ পাশে এক তরু তলে রহে পড়ি,
লভিয়া চেতন সব গেল বলি কাঁদে হাহাকার করি।
দেখি তার দশা পথিক জনেক বলে শুন ব্রাহ্মণ
অদূরেতে (ওই) হের সাধুর আবাস, হের ওই তপোবন,



তাঁহার কৃপায় হারাইলে মিলে যাও তুমি তাঁর কাছে
তোমার দুঃখ নিবারিতে সুধু তাঁহারি শক্তি আছে।
ব্যাকুল হইয়া গেল ব্রাহ্মণ নিবেদিল মনো-ব্যথা,
সাধু সুধু হাসি বলিলেন বেটা 'ছাড় তোর পাবি' কোথা ?
ব্রাহ্মণ তুমি শেখ নাই ত্যাগ হায় এত মায়াহত
শুধু শুধু 'ছাড়' খানা হারাইয়া ফেলি কাঁদিছ পাগল মত।
হে অবোধ ভাবি দেখ দেখি তুমি হাত পা টা আছে কিনা
দেবতার সেবা করিতে নারিবে রাজার করুণা বিনা ?
ঠাকুরের নামে চাহ ভোগসুখ একি রে দুনিয়াদারী
রাজার দত্ত 'ছাড়' রাজরাজ নিজে লয়েছেন কাড়ি।
শুনি ব্রাহ্মণ সজল নয়নে কাতর বচনে কয়,
ধন্য হইনু নূতন দীক্ষা দিলে আজি মহাশয়।

* * * * * *

একমাস পরে রিক্ত হস্তে দ্বিজ নিজ গৃহে ফিরে,
রজনী প্রভাতে পত্নীরে সব জানাইল ধীরে ধীরে
পথেতে আসিতে দস্যুর দলে কাড়িয়া লয়েছে ছাড়,
ভিক্ষা করিয়া চালাইব পূজা কোন আশা নাহি আর।



পত্নী তাহার বলিল "হে প্রভু করিয়ো না কোন ভয়,
ভকতিতে বাঁধা মদনমোহন সেবা উঠিবার নয়।
ভোগ আমাদের নহে ত ধর্ম্ম চিরদিন জানি মনে,
কালিকার লাগি এক মুঠা চাল রাখিব না গৃহ কোণে।
দুইটি পয়সা সঞ্চয় আছে তাহাতেই কিবা কাজ,
তুলসীর তলে হরির লুটেতে বিলাইয়া দাও আজ।"
মহা উল্লাসে বাতাসা আনিতে বলি পুত্রেরে ডাকি,
স্নান করিবারে গেল ব্রাহ্মণ সুখের নাহিক বাকি।
ফিরিয়া আসিয়া আহ্নিক শেষে তুলসী তলায় গিয়া,
দেখেন মোদক বাতাসা দিয়াছে কাগজেতে জড়াইয়া।
বলে ব্রাহ্মণ হায়রে অবোধ এনেছ কাগজে মুড়ে
এ জিনিষ আমি মদনমোহনে নিবেদি' কেমন করে।"
কাগজ হইতে বাতাসা লইয়া না করিয়া নিবেদন
হরি হরি বলে তুলসীর তলে ছড়াইল ব্রাহ্মণ।
পূজা শেষে হায় কাগজের পানে দৃষ্টি পড়িল তাঁর,
দেখেন চাহিয়া একি এযে সেই তাঁহারি হারানো 'ছাড়'।
বিস্মিত দ্বিজ পত্নীরে ডাকি বসি মন্দির দ্বারে,
কাঁদে আর বলে মায়া ডোরে কত বাঁধিবেহে বারেবারে।



যাহার লাগিয়া পথে পথে কাঁদি সারা হইয়াছি খুঁজি
ছার ছাড় আজ ফিরাইয়া দিয়ে ভুলাইবে মোরে বুঝি।
তুচ্ছ কাগজে উঠিবে না মন, তুমি ধন লহ স্বামী,
ভিক্ষা করিয়া যাপিব জীবন জেনো অন্তরযামী।
তৃষিত নয়নে চাহে দুই জনে মদনমোহন পানে
দরদর ধারে ঝরে আঁখি ধারা কোন বাধা নাহি মানে।



লোচনদাস।

অজয়ের তীরে রহিতেন কবি
পর্ণ কুটীরবাসী,
লোষ্ট্র সমান দূরে পড়ে' র'ত
ত্যক্ত বিভব রাশি,
বৈশাখে নব চম্পক হেরি
ভাসিতেন আঁখিনীরে,
মনে পড়িত যে শ্যামসোহাগিনী
চম্পক বরণীরে।
মাধবী জড়ানো শ্যাম সহকার
মধুর যুগল ছবি,
হেরিয়া বিভোর কৃষ্ণ ধেয়ান
কৃষ্ণ গেয়ান কবি।

(২)

নবঘনশ্যামে স্মরিতেন মনে
হেরি নব জলধরে,

সতিমির রাতি মেদুর পবন
কাঁদাত রাধার তরে,
বেদনা বিধুর হৃদয় কবির
জ্বালায়ে ভকতি বাতি,
শ্রীরাধার সাথে পথ দেখাইতে
রজনীতে হ'ত সাথী,
এভরা বাদর মাহ ভাদর
ঘনশ্যাম তরুরাজি,
নিতুই করিত ব্রজের ভ্রান্তি
নব নব বেশে সাজি।

(৩)

শরৎচন্দ্র পবন মন্দ
কুসুম গন্ধ বনে,
রাসের ছবিটী ফুটায়ে তুলিত
নিত্য কবির মনে
'কুনুরে' হইত যমুনার ভ্রম
অশ্রু পড়িত ঝরি,



সুনীল গগন নীলবরণেরে
রহিত নয়নে ধরি,
রামধনু পানে চাহি ভাবিতেন
চূড়া ঘেরা শিখী পাখা,
মিলাইলে ধনু আঁখি পল্লব
হত যে শিশির মাখা।

(৪)

হিমে কমলিনী হেরি স্মরিতেন
বিরহ বিধুরা রাধা,
মথুরার পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদে
নাহি মানে কোন বাধা,
হায় তাঁরি দুখে সমদুখী কবি
কাঁদেন সখীর ভাবে,
বুঝান তাঁহারে ধৈরজ ধর
পুন মুরারিরে পাবে।
নিশার বাঁশরী হৃদয়ে কবির
কি যে ছবি দিত আঁকি,



উতল ব্যাকুল উঠিতেন জাগি
জলে ভ'রে যেত আঁখি।

(৫)

মধুমাসে হায় মাধবীরে হেরি
মাধবে পড়িত মনে,
হেরি কিংশুক ফাগে লালে লাল,
কবি হাসে মনে মনে,
আজু বিভাবরী সুখে গোয়াঁইব
হেরি বাঞ্ছিত মুখ,
হরি সমাগমে নিমিষে লুকাবে
শত ব্যথা শত দুখ,
কোকিল ডাকুক্ লাখে লাখে আজ
মধু আজি সব মধু,
বহুদিন পর কুঞ্জে তাঁহার
ফিরেছেন শ্যামবঁধু।

(৬)

প্রাতে পাখি রবে উঠিতেন কবি
কুঞ্জ ভঙ্গ স্মরি,



হারাই হারাই সদা এই ভয়
কি দিবস বিভাবরী।
প্রতি গাভী হায় শ্যামলী ধবলী
মুগ্ধ কবির চোখে,
রাখাল বালক হেরিয়া বিভোর
দেখে হাসে যত লোকে,
শ্যাম ধ্যান জ্ঞান শ্যাম সুখ দুখ
সকলি শ্যামের ছবি,
হেরি শ্যামময় হরি অনুরাগী
সাধু বৈষ্ণব কবি।



বৈষ্ণব ।

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা
যুগল রূপের উপাসী গো, পিপাসী সে রূপের মোরা ।
স্মরণে তাঁর পরশ মধু, নামে ঝরে পীযূষ ধারা ;
মুগ্ধ মোদের মানসবধূ, পেয়ে তাহার গীতের সাড়া ।
কোথায় কুরুক্ষেত্রে কোথা গভীর পাঞ্চজন্য বাজে,
গাণ্ডীবেরি টঙ্কারেতে দলে দলে সৈন্য সাজে ।
আমরা তাহার ধার ধারিনে, খুঁজি কোথায় তমাল ছায়ে
মিশেছে রাই কণকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে ।

(২)

বিজ্ঞান, জ্ঞান, তোমরা লহ ; শাস বরুণ-প্রভঞ্জনে ;
তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে দর্পহারী নিরঞ্জনে ।
জ্ঞান তাহারে মিলিয়ে দেবে. প্রমাণ তারে আনবে কাছে ;
এমন দারুণ দুষ্ট আশায় বৈষ্ণবেরি প্রাণ কি বাঁচে ।



চাইনে মোরা শক্তি ওগো ভক্তিভরে ডাকবো তাঁরে
প্রণয়ী সে রাখাল রাজা, দূরে কি আর থাকতে পারে।
মগ্ন র'ব সেরূপ ধ্যানে মনে মনে গাঁথবো মালা ;
আসবে হৃদয় কুঞ্জে ওগো, আসবে ফিরে চিকণকালা।

(৩)

আমরা ভীরু, আমরা ভীত ; মর্য্যাদা জ্ঞান নাইক মনে ;
ক্ষুদ্র তবু চাইগো ধরা ঢাকতে প্রেমের আচ্ছাদনে।
যুদ্ধ করো, শত্রু নাশো ; কাঁপাও ধরা গর্জ্জনেতে,
আনন্দ পাই আমরা ত্যাগে, শান্তি যে পাই বর্জ্জনেতে।
রক্ত মেখে তোমরা নাচ, টলাও ভারে বসুন্ধরা ;
প্রীতির ফাগ্ ও কুঙ্কুমেতে হোলি খেলাই করবো মোরা।
দাও দেবে দাও টিট্‌কারী গো, নিত্য রটাও নূতন কথা ;
নিবিড় মিলন আনন্দেতে ভুলবো মোরা সকল ব্যথা।

নদীয়া।



প্রেম অবতার নিমাই যাহার বক্ষ করিল আলা
সে প্রেম পাথার পরশে প্লাবিত যাহার পথের ধূলা,
প্রচারিত যার ভবনে প্রথম প্রেমের ধর্ম্ম নব,
ব্রাহ্মণ দিল' চণ্ডালে কোল স্তম্ভিত হল ভব।
যেথা হরি নিজে দিলা হরিনাম জাতি কুল নাহি গণি,
স্বর্গ হইতে নামিল যেথায় ভক্তির সুরধুনী,
হরি প্রেমরস-বাদর-প্লাবিত ধন্য নদীয়া তুমি,
ধরণীরে তুমি ধন্য করেছ, বঙ্গের ব্রজভূমি।

(২)

অঙ্গন হরিনাম মুখরিত ভবনে তনয় মৃত,
হরি বন্দনে ভব বন্ধন যাহার ছিন্নীকৃত,
সেই শ্রীনিবাস রচেছিলা বাস তোমার বক্ষ মাঝে,
হেরি গোরামুখ যার সুখ দুখ লুকাইত ভয়ে লাজে।
হরি ধ্যান জ্ঞান ভজন সাধন গোরাপ্রাণ নরহরি,
যাহার ধূলায় প্রেমাবেশে কত দিয়াছেন গড়াগড়ি।



হরি প্রেমরস বাদর-প্লাবিত ধন্য নদীয়া তুমি,
ধরণীরে তুমি ধন্য করেছ, বঙ্গের ব্রজভূমি।

(৩)

অতি পাষণ্ড জগাই মাধাই যেথা দিত নিতি হাণা,
নিত্যানন্দে মারিল সজোরে ছুড়িয়া কলসী কাণা,
লৌহ হৃদয় কাঞ্চন হল' পরশি পরশ মণি,
শুষ্ক বিটপী মুঞ্জরে যেথা, পাষাণ হয়গো ননি,
এসেছি তোমার দুয়ারে জননী তাপিত হৃদয় বহি
শত অপরাধ ভঞ্জন করো, উদ্ধারো দয়াময়ি
হরি প্রেমরস-বাদর-প্লাবিত ধন্য নদীয়া তুমি
ধরণীরে তুমি ধন্য করেছ, বঙ্গের ব্রজভূমি।

ত্যাগেন ভুঞ্জীথাঃ ।

রাজার বাড়ী সহিস তাঁরি
আনিত কাটি' নিত্য ঘাস,
শ্রম বিহীন কর্ম্মে দিন
যাপিতে তার নিত্য আশ,
বিধাতারে সে নিন্দা করি
বলিত নাহি চক্ষু তোর,
সুখ সাগরে নৃপতি ভাসে
আমার বহে চক্ষে লোর,
এড়াতে ব্যথা বেদনা রাশি
বিরাগ এলো চিত্তে তার,
রাগিয়া ফেলি খুর্‌পা থলি,
করিল ঝুলি কন্থা সার,
কাননে গিয়া হরিরে ভজে
হরির একি পক্ষপাত,



ধরিয়া কাঁথা গেল না ব্যথা
কত যে দিন মিলে না ভাত।
দিনেরি শেষে কে দেয় এসে
আধেক পোড়া রুটী দুখান,
কভু বা মেলে মেলে না কভু
ভখিয়া সাধু বিরস প্রাণ।
কালেতে সেথা নৃপতি আসি
কানন মাঝে রচিল বাস,
কাঁধেতে তাঁর রাজিছে ঝুলি,
কটীতে শোভে গেরুয়া বাস,
বিভব ত্যজি নৃপতি আজি
আসিয়া বাণপ্রস্থ্যে হায়,
কত সাধুর বচন মধু
কত লোকের ভকতি পায়।
কেহ বা জল, কেহ বা ফল,
কেহ বা আনে দুগ্ধ ক্ষীর,
হেরি সে সুখ সহিস কাঁদে
রোষে ক্ষোভেতে চক্ষু থির।



হায়রে বিধি করুণাহীন
হেন বিচারে কি সুখ পাও,
আমার বেলা দগ্ধ রুটী
রাজারে ক্ষীর নবনী দাও,
বুঝিনু আমি বিশ্ব স্বামী
বিচার তব রাজ্যে নাই,
বনেও এসে ভিন্ন ভেদে
ঘৃণা ও লাজে মরিয়া যাই।
কাঁদিছে খেদে শূন্য হতে
কে হাসি ডাকি বলিছে তায়,
দুখের লাগি তুমি ত রাগি
খুরপা থলি ত্যজেছ হায়,
সুখের আশে এ বনবাসে
এসেছ পরি হিংসাহার
দগ্ধ রুটী ইহার বেশী
বল কি হবে লভ্য আর।
রাজা যে এলো তুচ্ছ করি,
অতুল ধন রত্ন রাশ,



হরিরে ডাকি দিবস নিশি,
করিছে পাদপদ্ম আশ,
সকলি দেছে হরিরে সে যে
এটা কি তুমি বোঝনা ধীর,
তাইতে হরি মাথায় করি
বহিয়া আনে নবনী ক্ষীর।
না ত্যাজি কিছু না দিয়ে প্রেম,
হরিরে পেতে করনা আশ,
হরি যে দেখে হৃদয় খানি
ভোলে না দেখে গেরুয়া বাস।

———



অন্বেষণ।

নাইক আলাপ তোমার সনে
তবু দেখলে তোমায় চিন্‌তে পারি,
তুমি যে শ্যাম শশধর হে—
আমার মানস গগনচারী।

বুভুক্ষু ওই আহার পেয়ে
আছে দাতার পানেই চেয়ে,
ওই দেখ ওই তুমিই এলে
ঝরায়ে তার নয়ন বারি।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।

বিদ্রোহী ওই রাজার কাছে
কাতরে প্রাণ ভিক্ষা যাচে,
তুমিই ক্ষমার আজ্ঞা দিলে
বারেক এসে বক্ষে তারি।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।



(২)

ওই যে সাধু নদীর তীরে
বসে আছেন আদুল গায়ে,
তুচ্ছ করি হিমের পীড়ন
অতি দারুণ পৌষের বায়ে।

তাহার বিমল পুলক মাঝে
জাগছ যে হে সকাল সাঁজে,
উজল আঁখির দীপ্তিতে তার
পড়ছ ধরা দুঃখহারী—
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।

জননীর বেশ নিজেই ধরি
আছ তনয় বক্ষে করি,
দাতার বেশে দিচ্ছ তুমি
অন্য বেশে নিচ্ছ কাড়ি'।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।



(৬)

ওই দেখ ওই রাজার সাজে
করছ দমন দুষ্ট জনে,
ওই দেখ ওই জ্ঞানীর বেশে
মগ্ন কিসের অন্বেষণে।

কতই ভাবে, কতই বেশে,
দিচ্ছ দেখা নিত্য এসে,
চঞ্চল, এ অঞ্চলে হে
বারেক তোমায় ধরতে নারি
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।

ছড়ানো রূপ পীযূষ কণা,
পিয়ে যে মোর বুক ভরে না,
বৃন্দাবনচন্দ্র রূপে
দাও হে দেখা বংশীধারী।
দেখলে তোমায় চিনতে পারি।



ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ দেব ব্রাহ্মণ গুরু পতিতের তুমি ত্রাণ,
সম্রাট তুমি ধর্ম্ম-রাজ্যে ভারতের তুমি প্রাণ।
বসতি তোমার শ্যামল কানন শকতি তোমার যোগ,
দেহের রক্ত হৃদয়ের বল সংযমে বিনিযোগ,
দান করি দে'ছ রাজ্য ছত্র, স্বর্ণ, রত্ন ভূমি,
পর্ণ কুটীর বল্কল বাসে তৃপ্ত রয়েছ তুমি।
নীবার তোমার যোগায় খাদ্য, ইঙ্গুদী দেয় স্নেহ,
বনের হরিণ সরল সঙ্গী মুক্ত হৃদয় দেহ।
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণ দেব ধন্য ভারতভূমি
ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদরেণু চুমি।

(২)

কাহার এমন প্রবল প্রতাপ ভৃঙ্গারে জল আনি,
শ্রীকৃষ্ণ দেন প্রক্ষালি পদ নিজেরে ধন্য মানি।



বিশ্বের লাগি কেগো দেয় প্রাণ বজ্র গড়িতে হাড়ে ?
সে যে ভারতের ব্রাহ্মণ ওগো ব্রাহ্মণই শুধু পারে।
কাহার এমন ইচ্ছা মৃত্যু, কে আছে এমন ত্যাগী
কোথায় এমন কুবের ভিখারী, সদা হরি অনুরাগী।
হৃদয় কাহার স্বভাব শীতল, পদে পদে করে ক্ষমা,
নিমেষে আতুর মৃতেরে জীয়ায় বাণী কার সুধাসমা।
ধরণী কাহার চরণে লুটায়, সে তার ঘৃণায় ছাড়ে
সে যে ভারতের ব্রাহ্মণ ওগো ব্রাহ্মণই শুধু পারে।

(৩)

যে দিয়াছে বেদ যে দেছে পুরাণ অমর কাব্য কথা,
যে নামায়ে আনি স্বরগের বাণী হরিয়াছে শোক ব্যথা,
জানায়ে যে দেছে নশ্বর ধরা, আত্মারে অবিনাশী,
ধরণীর শত জ্বালা যন্ত্রণা বলেছে সহিতে হাসি,
মন্ত্রে যে এই বিশ্বনাথের সংবাদ দেছে কাণে,
কুশাগ্র যার শান্তির জল, শান্তি এনেছে প্রাণে।
কণ্ঠে যাহার বাণীর বসতি, ব্রহ্মা রহেন ভালে,
চরণ যাহার যশ ধন মান ভকতি মুক্তি ঢালে।
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব ধন্য ভারত ভূমি,
ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদরেণু চুমি।



শূদ্র

সেবা তোমার ধর্ম্ম মহান, ধৈর্য্য তোমার বক্ষভরা
যত্ন কেবল পরের লাগি আপনারে তুচ্ছ করা।
ভক্তি ভরে দাস হয়েছ হওনি নত অত্যাচারে,
গুণজ্ঞ যে নোয়ায় মাথা নিত্য গুণী জ্ঞানীর দ্বারে।
জানতে তুমি চাওনি কভু বেদ পুরাণের গুপ্তকথা,
গুরুর মুখে শুনেই সুখী অন্বেষণে যাওনি বৃথা।
সত্ত্বগুণের ভৃত্য তুমি, নরদেবের আজ্ঞাবহ,
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

(২)

চাওনি তুমি জ্ঞান গরিমা, নওহে ধনরাজ্য লোভি,
আপনারে ধন্য মানো, ব্রাহ্মণ পাদপদ্ম সেবি।
নাইক তোমার কৃচ্ছ্রসাধন, হোম করনা অগ্নি জ্বেলে,
তপোবলের গর্ব্ব নাহি, সেবায় তোমার মোক্ষ মেলে।
অভ্রভেদী বিন্ধ্যগিরি উচ্চ হয়ে তুচ্ছ ছিল,
গুরুর পদে লুন্ঠিয়া শির ধন্য এবং গণ্য হল।

মহত্ত্ব ও গৌরবে তার ধরায় কেবা তুল্য কহ
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

(৩)

দাস্য তোমার মাথার মণি উচ্চচূড়া গৌরবেরি
ভক্ত থাকে মুগ্ধ হয়ে, তোমার হিয়ার শৌর্য্য হেরি
সমাজদেহের ভিত্তি তুমি, নিম্নে আছ অন্তরালে,
উঠতে তোমায় বল্‌বে শুধু মূর্খ লোকের তর্কজালে,
নদ নদী চায় নিম্নে যেতে, মেঘ নত হয় সলিল ভরে
হালকা বায়ু অল্প আয়ু ঊর্দ্ধে যেতেই চেষ্টা করে,
করুক তোমার নিন্দা লোকে, হাস্যমুখে নিন্দা সহ ;
জগৎ মাঝে মহৎ তুমি, শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ।

———



শ্রীদাম।

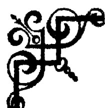
তোমরা সবাই পড়িয়াছ
তরুসিং এর কথা,
কেমন করে শিখার সনে
দিল নিজের মাথা,
আমি আজকে বলবো একটা
গ্রামের কথা ভাই,
হয় ত তোমরা শুনবে নাক
নয়তো বলবে ছাই।
শ্রীদাম নামে বাবাজী এক
ছিল মোদের গাঁয়ে,
কুটীর খানি ছিল তাহার
'নামকুলীর' বাঁয়ে,
গায়ে তাহার ছাপের মেলা,
গলায় মালার রাশি,



লম্বা দাড়ী লম্বা ঝুলি,
লাগতো দেখে হাসি,
সংকীর্ত্তনে গাইতে গাইতে
যে'ত বেজায় খেপে',
সে ভাব দেখে রাখতে কেহ
না'রতো হাসি চেপে।
বল্‌লে শ্রীদাম এবার হবে
'রামকেলী' যে যেতে,
মহোৎসব দেখতে এবং
'মছববাদি' খেতে।
সবাই বুঝ্‌লে এবার দেশে
ভিক্ষার টানাটানি,
বাগিয়ে আনবে শ্রীদাম তাহার
সুগোল দেহখানি।
বছর গেল কোথায় শ্রীদাম,
শুনন্মু পরে সবে,
শ্রীদাম মোদের ভক্ত শ্রীদাম
নেইক যে আর ভবে,



'দয়াল হরি দয়া কর'
গাইতে গাইতে সুখে,
যেতেছিল ইষ্টিমারে
গঙ্গা নদীর বুকে,
কেমনে তার হস্ত হতে
নদীর অতল জলে,
পড়ে গেল হঠাৎ খসি
জপমালার থলে,
সর্ব্বস্ব মোর যায়গো চলি
রক্ষা কর' বলি,
ঝাঁপায় শ্রীদাম গঙ্গাবুকে,
সবার বাহু ঠেলি,
কোথায় মালা কোথায় শ্রীদাম
একটী দিবস পরে,
লাগলো তাহার পুণ্যদেহ
গঙ্গা নদীর চরে,
কৈবর্ত্তেরা দেখলে সবাই
মড়া ডাঙ্গায় তুলি,



আছে দৃঢ় বদ্ধ হাতে
হরিনামের ঝুলি।
ধন্য শ্রীদাম ধন্য তুমি
তুমিই ভবে শুচি,
ধন্য তব ভক্তি প্রীতি
ধন্য নামে রুচি,
জন্ম জন্ম পাই হে যেন
তোমার পায়ের ধূলি,
প্রাণ দিয়াছ দাওনি ছাড়ি
হরি নামের ঝুলি!



শাক্ত।



মা আমাদের দয়াময়ী মা আমাদের সর্ব্বনাশী
ভালবাসি আমরা মায়ের বরাভয় ও অট্টহাসি।
তোমরা লহ সকল আলো আমরা র'ব অন্ধকারে,
অন্ধকারে মায়ের কোলে থাক্‌তে কেবা ভয় বা করে।
তোমরা সবাই ধ্যান করগো, জপ করগো আপন মনে,
মায়ের নূপুর কিণ কিণিতে নাচবো মোরা মায়ের সনে।
তোমরা ভুবন ভাগ করে লও আমরা র'ব শ্মশান মাঝে,
যম যে দূরে থম্‌কে দাঁড়ায় যখন মায়ের শঙ্খ বাজে।
পুণ্য পাপের ধার ধারিনে, ভয় করিনে দুঃখরাশি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

(২)

কান্ত কোমল শান্ত যাহা তোমরা বাঁটি' লও গো সবে,
আমরা ল'ব কঠিন কঠোর বীভৎস যা' রুদ্র ভবে।
সূচীভেদ্য অন্ধকারে শ্মশানেতে জাগবো রাতি,
চণ্ডালের ওই ঘৃণ্য শবের বক্ষটাতেই শয্যা পাতি।



কণ্ঠে লয়ে অস্থি মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক এঁকে
পঞ্চমুণ্ডী রচবো মোরা গাত্রে চিতা ভস্ম মেখে।
ছিন্ন করি কণ্ঠ নিজের প্রস্রবণের উষ্ণধারে,
হৃদয় ভরে স্বার্থশোনিত পিয়াব মা অম্বিকারে।
চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শাক্ত মোরা হর্ষে ভাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।

(৩)

শুষ্ক হাড়ের খটখটিতে, শোকের কাতর কণ্ঠরোলে,
নিরাশার ওই অট্টহাসে, চিত্ত-দোলা আর না দোলে।
চক্ষে মোদের অশ্রু নাহি, শঙ্কা নাশি ডঙ্কা মারি,
মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মোদের, নিত্য আছে আজ্ঞাকারী।
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম জানি, ধর্ম্ম জানি সংযমেতে,
হৃদয়-শোণিত ঢালতে পারি ষড়-রিপুর তর্পণেতে।
সোণারটোপর সপ্তডিঙ্গা ডুবলে রহি হাস্য মুখে,
মা যে কমল কামিনী গো, অপার ভবসিন্ধু বুকে
মায়ের সনে আমরা কাঁদি, মায়ের সনে আমরা হাসি,
মা যে মোদের দয়াময়ী মা যে মোদের সর্ব্বনাশী।



বিদেশে।



চোক ফেটে মোর জল যে আসে
হৃদয় ছুটে সুদূর পানে
আধভোলা এই মেঠো গানে।
বিদেশীর ঐ গীতের ছাঁদে
উদাসীনের প্রাণ যে কাঁদে,
শুষ্ক কুঞ্জে ভৃঙ্গ গুঞ্জে
ঝরাফুলের গন্ধ আনে
আধভোলা এই মেঠো গানে।

(২)

আমারি সেই সোণার গাঁয়ে
'শ্রীমন' সে আজ নেইক বেঁচে,
গাইত ত এ গান আইল পথে
শুনে হৃদয় উঠতো নেচে
কচি ধানের সবুজ খেতে
লহর রাজি উঠতো মেতে,

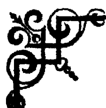
ডুবতো রবি আকাশ গাঙে
সিদূঁর রাঙা শোভার বানে
আধভোলা এই মেঠো গানে।

(৩)

আশায় ভরা বুক যে তখন
সদাই সুখে ভাসত ধরা,
পুলক সরে নিতাম ভরে
মুগ্ধ হিয়ার কণক ঘড়া।
কতই স্মৃতি, কতই কথা,
কতই হাসি, কতই ব্যথা,
জাগছে আজি এ সুর সাথে
সে সব কথা মনই জানে
আধভোলা এই মেঠো গানে।

(৪)

কাছ ছাড়া সব সুহৃদ জনে
বুকের মাঝে ডাকছে কে রে,
সুখগুলা সব দুঃখ হয়ে
দেখছি এ সুর সাথেই ফেরে।



যে সব ব্যথা যাচ্ছে ঘুচে,
যে সব ছবি ফেলছি মুছে,
সে সব আজি উঠছে ফুটি
স্মৃতির দারুণ তুলির টানে
আধভোলা এই মেঠো গানে।

বেরুলি।

নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল,
তরুর ছায়াগুলি ভাঙিয়ে অবিরল।
লহরী সনে চলি
পড়িছে 'কাঁসাতলি',
সরমে মুখ চাপি হাসিছে শতদল,
নাচিছে তালে তালে গভীর কালো জল।

(২)

সবুজ শ্যাম খেত ঘিরেছে চারিধার,
হলুদ শোন ফুল শোভিছে মাঝে তার,
আকের খেতে খেতে,
বাতাস উঠি মেতে,
অস্ফুট বেদনায় স্বনিছে বারবার।
সবুজ শ্যাম খেত ঘিরেছে চারি ধার।

(৩)

'দুনীর' তালে তালে কৃষক গাহে গান,
সমীরে ভাসা সুর মোহিত করে প্রাণ।



ফিঞেরা ঝাঁকে ঝাঁকে,
বসি' বাবলা শাখে,
ডাকে আঁধারে ঢাকি আঁধার তনুখান,
ভুনীর তালে তালে কৃষক গাহে গান।

(৪)

একাকী বসে আছি মধু মাধুরী মাঝ,
দেখাবো কারে কেহ কাছে যে নাহি আজ।
আকাশে তারকাটী,
উঠিছে ধীরে ফুটি',
পড়িছে মনে কার বদন ভরা লাজ।
একাকী বসে আছি মধু মাধুরী মাঝ।



কাক।



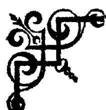
কোনো কবি হিয়া হয়নি মোহিত
শুনিয়া রে তোর ডাক,
হয়নি মুগ্ধ কেহ তোর রূপে
ওরে রূপহীন কাক,
তবু চিরদিন ভালবাসি তোরে
সুখ প্রভাতের সাথী,
তোর ডাক শুনি বুঝিতাম আমি
নাহি আর নাহি রাতি।
টোকা ভরা মুড়ি খই লাড়ু লয়ে
খেতাম উঠানে বসি,
বেড়াতিস্ তোরা চারিপাশে মোর
আস্‌তিস্ কাছ ঘেসি,
ছড়ায়ে দিতাম মুঠা মুঠা মুড়ি
ক্ষুধা ত যেত না তাতে,
হাত হতে লাড়ু কাড়িয়া নিতিস্
ঠোকারে দিতিস হাতে।



বিকালেতে যবে 'ফুলবাগানের'
'বড়আমগাছ' থেকে,
ধীরে ধীরে তোরা উড়িয়া যেতিস
নীড় পানে একে একে।
উঠানেতে বসি শুনিতাম আমি
দেখিতাম চেয়ে চেয়ে,
অজ্ঞাত এক বিরহবেদনা
হৃদি খানি দিত ছেয়ে।
আজি এ সুদূরে তোর ডাক শুনি,
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ,
জাগিছে নয়নে সেই সুখ দিন
সেই প্রিয় বাড়ী খান,
মনে পড়ে সেই আগুনপোহানো
সূয্যি মামারে ডাকা,
গায়ে দিয়ে সেই ছিটের দোলাই
দুয়ারে বসিয়া থাকা,
মনেপড়ে সেই সুখ সাথী দল
কত গেছে তার চলি,



কালের পরশে শুকাইয়া গেছে
কত অস্ফুট কলি,
এ দূর প্রবাসে তোর ডাক আজি
কত কথা কহে প্রাণে,
পুরাতন ছবি নূতন করিয়া
আবার ফিরায়ে আনে
অজ্ঞাত দেশ অচেনা সকলি,
অজানা যে চারিধার,
তোরে মনে হয় চিরপরিচিত
কত যেন আপনার।

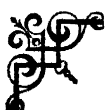


নিষ্কর্ম্মা।

পাড়া গাঁয়ের অকেজো দল গ্রামকে তারা ভবন জানে,
জটলা করে এক সাথেতে দিবস নিশি তামাক টানে।
বকুল তলে চাটাই পে'তে সারা দুকুর খেলায় পাশা,
চীৎকার এবং হাস্য করে সংশোধনের নাইকো আশা।
রাত্রে কবির আখড়া দেওয়া, খোল বাজায়ে নৃত্য করা,
'মতি'রায়ের নূতন পালা এক সাথেতে সবাই পড়া
জরুরি কাজ এ সব তাদের, বকুনি খায় গেলেই গৃহে ;
তবু তাদের ভক্ত আমি, মুগ্ধ আমি তাদের স্নেহে।

(২)

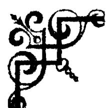
বরযাত্রী যায় তা'রাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকায় তা'রা
'নষ্টচন্দ্রে' রাত্রি সারা, ঘুরে বেড়ায় সকল পাড়া।
তা'রাই করে 'পরিবেশন' ভোজে কাজে তা'রাই লাগে,
অষ্টপ্রহর তা'রাই করে মেলার চাঁদা তা'রাই মাগে।
তা'রাই করে নিত্যপূজা তা'রাই ত যায় নিমন্ত্রণে,
আত্মীয়তা তা'রাই রাখে আপন করে সকল জনে,



সকল লোকের কার্য্য করে, অকেজো তাই সবাই বলে,
স্মরি তাদের গুণের কথা ভাসি আমি নয়নজলে।

(৩)

গ্রামে কোন 'অথিত' এলে আদর করে তা'রাই ডাকে,
গ্রামের রোগী দুখীর খবর সবার আগে তারাই রাখে।
রাত দুকুরে ডাকলে পরে লম্ফ দিয়ে তা'রাই আসে,
সম্পদেতে সুখের সুখী, মুক্ত প্রাণে তা'রাই হাসে।
গ্রামবাসিদের বিপদ কালে তারাই আগে কোমর বাঁধে
গ্রামের মৃত গঙ্গা লভে চড়ে' কেবল তাদের কাঁধে।
গ্রামে গ্রামে হে ভগবান অকেজো দল এমনি দিয়ো
তা'রা গ্রামের গৌরব যে, আমার পরম বন্দনীয়।



খেতু।

কোন্ খানে ফেরে মন তার, সব কাজে অনাবিষ্ট,
দেহখানা তার কদাকার, গলাটাও নহে মিষ্ট।
শরীরে তাহার কত বল, সকলি ত তার ব্যর্থ,
পর উপকারে বীতরাগ, জানেনাক নিজ স্বার্থ।
সঞ্চয় কিছু নাহি তার, তবু অতি বড় অজ্ঞান,
গলগ্রহ সে যে সবাকার, গ্রামের অকেজো সন্তান।
অজয়েতে বসে ধরে মাছ, চির অলসের কার্য্য,
কোথা খায় কোথা থাকে সে, কিছুরি নাহিক ধার্য্য।
কেহ কোনো কাজে নাহি পায়, সবে বলে তারে দুষ্ট,
গ্রামের অন্নে দেহখান, করে বসে বসে পুষ্ট।
হরপায় সব একাকার আজি গ্রাম নিরানন্দ,
পড়িতে গিয়াছে পরপার গ্রামের বালকবৃন্দ।
নৌকা আসিছে নদীমাঝ চারি পাশে শত ঘূর্ণী,
ছুটেছে তীব্র জলরাশি ছুটি পাড় বেগে চূর্ণি।



নৌকা রাখিতে নারে আর, টুটিছে হালের বন্ধন,
এপারে উঠিছে মহারোল, উঠিছে নায়েতে ক্রন্দন।
খেতু ছিল রোগে ক্ষীণকায়—না ফেলি পলক চক্ষে,
মারি' মালকোঁচা একা হায় ঝাঁপালো নদীর বক্ষে।
সবল বাহুতে নদীজল ঠেলিয়া চলিল ক্ষেত্র—
চকিতে পড়িল তারি পর শতেক সজল নেত্র।
ধরি নৌকার 'রসি' গাছ গ্রাম-তীর করি লক্ষ্য
প্রাণপণে টানে অবিরাম সাঁতার কাটিতে দক্ষ।
লাগাইল তীরে তরীখান, সবাই বলিছে ধন্য,
লুটায়ে পড়িল বালুকায় দেহ তার অবসন্ন।
এনে দিলে খেতু শিশুদল গ্রামের নয়নানন্দ,
কই খেতু কই, একি হায়, আঁখি কেন তার বন্ধ।
কই খেতু, কই সাড়া নাই চির নিদ্রায় মগ্ন—
আবাল বৃদ্ধ কাঁদে হায় শেষ আশা হল ভগ্ন।
প্রধান পাণ্ডা দেবতার—চিরনৈষ্ঠিক বিপ্র,
খেতুর অসার দেহখান কোলে তুলে লয়ে ক্ষিপ্র
বলেন কাঁদিয়া ওরে বীর, কহিয়াছি তোরে মন্দ,
কৃতী তুমি শুধু ধরা-গায় মোরা সব ভ্রমঅন্ধ।



বাঁচাইলে তুমি শতপ্রাণ নিজ প্রাণ করি তুচ্ছ,
চণ্ডাল হয়ে হলে আজ, ব্রাহ্মণ চেয়ে উচ্চ।
গৌরব তুমি জননীর গ্রামের ধন্য সন্তান,
পূজা পাবে তুমি চিরদিন সাধু বীর হেতু পদ্মান।
পবিত্র হল দেহখান তোর মৃতদেহ স্পর্শে,
পাপভরা এই প্রাণে মোর পুণ্যের ধারা বর্ষে।



তীর্থযাত্রা।

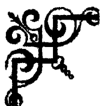
এবার পূজার বন্ধে করিলাম মনে
যাইব বন্ধুর সাথে তীর্থ পর্য্যটনে।
শুধু সংসারের চিন্তা, সহরের গোল
করিয়াছে ঝালাপালা, লভি শান্তি কোল
জুড়াই দু দশ দিন। শুভ দিন দেখে
বাহিরিয়া বাসা হতে কাশী, অভিমুখে
নামিলাম গুস্করায়, বন্ধু গৃহ হয়ে
যেতে হবে। যাব সাথে তাহারে যে লয়ে।
বেলা অপরাহ্নে এক ক্ষুদ্র গ্রামে আসি
জানিলাম সেইগ্রাম পথিকে জিজ্ঞাসি।
করিতে বন্ধুর নাম জনেক আসিয়া
সযত্নে সে গৃহ মোরে দিল দেখাইয়া।
দেখিলাম বন্ধু মোর ঘাস লয়ে হাতে
বাছুর গুলিরে নিজে দিতেছেন খে'তে।



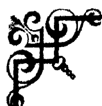
গৃহে ঢুকিবার পথে যে দিকেতে চাই
কেবল উঠান জোড়া ধানের মরাই।
প্রকাণ্ড খড়ের 'পল' পুষ্ট গাভী দল
রয়েছে গোহালে বাঁধা। বলদ সকল
সারি দিয়া বাঁধা আছে। দূরে জন দুই
মজুর আপন মনে পাকায় বাবুই।
কাছেই পুকুর এক, চারিদিকে গাছ,
বসেছে বালক দল ধরিবারে মাছ।
উঠানে নাহিক গাছ এক পাশে খালি
করবী ডুঝাড়, আর একটী সেফালি।
দূরেতে নিকানো তল তুলসীর গাছে
গৃহস্থের যত্ন টুকু সব পড়িয়াছে।
হেরিয়া আমারে বন্ধু, জোরে হাত টানি
লয়ে গিয়া বসাইল মার কাছে আনি।
তখন বন্ধুর মাতা জপাহ্নিক সারি'
উঠেছেন, দেখি মোরে আসি তাড়াতাড়ি,
বলিলেন এসো বাবা, ভাল আছ বেশ;
পথেতে বাছার কত হইয়াছে ক্লেশ।



করাইয়া জলযোগ, অর্দ্ধঘণ্টা পর
ডাকিলেন স্নেহস্বরে জননী তৎপর।
কি রন্ধন! সে যেন গো দেবের প্রসাদ
খেয়েছি সে কতদিন আজও খেতে সাধ।
তার পর সুধালেন দাসীরে ডাকিয়া
ও পাড়ার 'বিধু' 'শ্যামা' গেছে ত খাইয়া।
ভাত লয়ে গেছে হরি? অম্বিকের মেয়ে
পড়ে ছিল এতদিন আহা জ্বর হয়ে
আজিকে পাইবে পথ্য, সরুচাল গুলি
দিয়ে ত এসেছ তারে? রেখেছিল তুলি?
রাগিয়া কহিল দাসী খেয়েছে সবাই
ইচ্ছা হয় খাও তুমি, এ এক বালাই।
শুনিলাম অনাহারী তখনো জননী,
গ্রামের না খাওয়া হলে খান না আপনি।
বলেন সুধালে, বাছা লক্ষ্মী যদি রয়
সবারে খাওয়ায়ে তবে নিজে খেতে হয়।
বাহিরে আসিয়া বসি ভাবিলাম মনে
হেন পুণ্যকাশী কোথা মিলিবে ভুবনে।



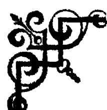
সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা দেখিলাম যবে
বৃথা বারাণসী আর কেন যাব তবে।
ভক্তিভরে ক্ষুদ্র গ্রামে তিন দিন ধরি
জীবন্ত দেবীর সেই মূর্ত্তি পূজা করি,
তীর্থ ভ্রমণের কথা বন্ধুরে না বলি
লভি তীর্থফল গৃহে আসিলাম চলি।



গ্রামের শোক।



খাঁ খাঁ করিছে যেন চারিধার
গিয়াছে মোড়ল মারা,
চড়ে নাই হাঁড়ি আজ কারো বাড়ী,
শত চোখে আঁখি ধারা।
গ্রামে কেহ আজ ধরে নাই 'হাল'
হাটে লোক নাই আজি
ঠাকুরের পূজা হয়নি এখনো
পারে যায় নাই মাঝি।
মোড়ল ছিল না ধনী জমিদার
কবি কি নাট্যকার,
দানের কাহিনী উঠেনি গেজেটে
শুন পরিচয় তার
ক্ষুদ্র গ্রামের কর্ত্তা সে ছিল
বিঘা ষাট ছিল জমি,



বাড়ীতে তাহার বহু পরিবার
খরচ ছিল না কমি।
দীন দুখী জনে ছিল তার দয়া
সবাকার সনে প্রীতি,
দুয়ার তাহার অতিথির তরে
মুক্ত রহিত নিতি।
প্রথম ফসল না বিলায়ে সবে
তুলিত না সে যে ঘরে,
দিনে রাতে গৃহে তামাকু পুড়িত
ভাত দিত অকাতরে।
ছিল না তাহার মধুর আদরে
বচনের পরিপাটী,
চিনি দেওয়া জলো দুধ নহে সে যে
'টাট্কা' সে দুধ খাঁটী।
শাসন তাহার কঠোর কোমল
অকপট ভালবাসা.
'সাধুভাষা' নয়, ছিল গো তাহার
সাধুতায় ভরা ভাষা।



ছেলেবেলার টান।



করতে সেবন মুক্ত বায়ু
সহরে ছেড়ে প্রান্তরে,
রাজার কুমার দিবস শেষে
যেতেন হলে শ্রান্তরে।
শ্যামল খেতে কুটীর মাঝে
কৃষক বালা একলাটী
গাইত যে গান শুনতো কুমার
কেউ ত নাহি জানত রে।

(২)

থাকতো খেতের বেড়ার গায়ে
হলুদ ঝিঙ্গা ফুল দুলে
নদীর মাঝে উজান যেত
নৌকাগুলি পাল তুলে।



কাজলকালো অলক বেড়া
মুখখানি তার ফুটফুটে
টুক টুকে তার ঠোঁট দুখানি
চোক দুটী তার ঢুল ঢুলে।

(৩)

কণ্ঠ তাহার অকুণ্ঠিত
মিষ্টি তাহার দৃষ্টি রে,
করতো বালক রাজার প্রাণে
সুধার ধারা বৃষ্টি রে।
কোথায় গরিব চাষার মেয়ে
কোথায় রাজার রাজরাণী
ভাবতো দোহো মনের মাঝে
কতই অনাস্থষ্টি রে।

(৪)

কেটে গেছে অনেক বরষ
মগ্ন কুমার রাজ কাজে
এসেছেন আজ মাঠের দিকে,
অবসর ত নাই সাঁজে।



জাগিয়ে প্রাণে সুদূর স্মৃতি
হঠাৎ কাহার সুর চেনা,
অন্য সুরে সুর মিশায়ে
কুটীর পাশে ওই বাজে।

(৫)

দেখেন রাজা সলাজ মধুর
সেই সে চেনা মুখ খানি,
বারেক চেয়ে তাঁহার পানে
ঘোমটাটী তার লয় টানি।
দাঁড়ায় স্বামী সসম্ভ্রমে,
নাচছে ছেলে উল্লাসে,
রাজা ভাবেন ইহার চেয়ে
নয়কো সুখী মোর রাণী।

(৬)

বলেন "কৃষক মুগ্ধ আমি
তোমাদের ওই সঙ্গীতে,
অধিকতর মুগ্ধ তোমার
ছেলের নাচের ভঙ্গীতে।



অদ্য হতে এ সব জমি
ভোগ করগে নিষ্করে,
রাজার হুকুম ভক্ত প্রজা
নাইকো জেনো লঙ্ঘিতে”

———



বাদলে।

প্রাতে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিতেছে জল,
যামিনী হয়েছে ভোর
অম্বর তামসী ঘোর
বালিকা বধূর আঁখি ঘুমে ঢলঢল।
সাজানো কুন্তল খোলা
উঠয়ে চমকি বালা
ভীত ম্লান বরষার শ্বেত শতদল
প্রাতে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিতেছে জল।

কৃষক পুরাণো 'পেখে'
যতনে মাথায় রেখে
ছুটে যায় খেত পানে পুলকে বিভল,
মাঠে কিছু নাহি আর
থই থই চারিধার,
অজয়ে নামিছে জল করি কলকল
প্রাতে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিতেছে জল।



(২)

বিকালেতে ঝম্ ঝম্ ঝরিতেছে জল,
ঘোমটা গিয়াছে খসি
গৃহে বধূ আছে বসি
নিরালায় ফুটিয়াছে সোণার কমল
অদূরে প্রাণেশ একা
ক্ষণে চোখে চোখে দেখা
টলিল নয়ন পিয়ে লাজ হলাহল,
বিকালেতে ঝম্ ঝম্ ঝরিতেছে জল।

কখন লাঙল ছাড়ি
কৃষক ফিরেছে বাড়ী
হাসিছে টানিছে বসি তামাকু কেবল,
দুই ভায়ে আছে বসি
পিঁড়ে জোড়া ভিজে 'ঘসি'
খেলিতেছে কাছে বসি বালক চঞ্চল।
বিকালেতে ঝম্ ঝম্ ঝরিতেছে জল।

(৩)

রজনীতে ঝুপ ঝুপ ঝরিতেছে জল,
অলক্ত গিয়াছে উঠি
আধ রাঙা পদ দুটী
দুয়ারে দাঁড়ায় আসি থির অচপল।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু,
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
চঞ্চল বধূর হিয়া চরণ অচল,
রজনীতে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝরিতেছে জল।

কৃষক পাকায়ে দড়ি
ঘুমায় মেঝেতে পড়ি
কাছে চকমকী 'নুটি' নিশার সম্বল।
শ্রান্ত বলাকার প্রায়
সে যে ফিরিয়াছে হায়
নিদ চাপিয়াছে ধরি নয়ন যুগল
রজনীতে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝরিতেছে জল।

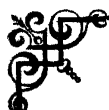


বৈকালি।

এতখণ পর থামিয়াছে জল,
ফেরে আকাশেতে মেঘ চঞ্চল,
লুটি' পরিমল পবন সজল
তরু গায়ে পড়ে ঢলে,
মাঠেতে নাহিক 'ডুণী' 'সিঙি' আর
কল কল বহে খর জলধার
ফিরেছে কৃষক নিজ গৃহে তার
লইয়া 'মাথালি' থলে,
মাচা ভরে তার ফুটেছে এখন
ঝিঙা ফুল গুলি হলুদ বরণ,
'নয়ন তারার' কতই যতন
সে ও ফুটিয়াছে আজ।
উতল বাতাসে বেড়াইছে ভাসি
রান্না ঘরের সাদা ধূম রাশি,
কৃষক বালক বেড়াইছে হাসি
নাহি তার কোন কাজ।



বোজা পয়নালী পথভরা জল,
শিশু সদাগর সুযোগ কেবল
শতেক তরণী ছাড়ে অবিরল
ভরিয়া পণ্য রাশি।
কোন তরী ভরা চলে পাতা ঘাস,
কোন তরণীতে ফুলের বিকাশ,
কোন নৌকায় চলে বালুরাশ
অজানা দেশেতে ভাসি।
হেন সদাগর দেখিনে ধরায়
তুফানেতে কত তরী ডুবে যায়
লোকসান্ তার নাহি কিছু হায়
কেমন ব্যবসা খানি,
সে আনে না লুটি' নৌকায় তার
দীন দুঃখীর মুখের আহার,
তাহার বহর ফিরে চারিধার
করেনাক প্রাণহানি।
যুবকের দল পথে পথে পথে
বেড়ায় 'পলুই' ধরি এক হাতে



বাদলের দিনে আজি কোন মতে
'পাউষে' ধরিবে মাছ,
আর একদল ভাঙা দরজায়
আছে বসি সব একই ভরসায়,
ফল উপহার দিবে যে সবায়
বড় দাতা তাল গাছ।
'ফটিক জলেরা' মহা উল্লাসে
এখনো উড়িয়া বেড়ায় আকাশে,
শব্দিত করি পক্ষ বাতাসে
উড়িছে কপোত দল,
বেণুর কুঞ্জে মহা উৎসব
লভিয়াছে সে যে শ্যাম বৈভব,
বিহগ বন্ধু জুটিয়াছে সব
উঠে মধু কলকল।
আলো ছায়ামাখা এ দিবস শেষে,
কত কথা আজ মনে আসে ভেসে,
উদাস বাতাসে রহিয়াছে মিশে
কোন দিবসের ঘ্রাণ,



থরে থরে আজ জলদের গায়,
যে দেশের কথা ফুটে উঠে হায়,
সেই সুখ দেশে ফিরে যেতে চায়
পিঞ্জরে বাঁধা প্রাণ।



'সেনার' পারে।



পশ্চিমেতে ধানের খেতে লোহিত রবি অস্ত যায়
তরুর শিরে কণক স্মৃতি রাখি,
বিলের মাঝে টিটিভ্ ডাকে ডাহুক গুলা চমকে চায়
আঁধার নামে কানন ভূমি ঢাকি।

(২)

বসে আছে শিশূর গাছে তৃপ্ত হিয়া শঙ্খচিল
সরোবরের সলিল পানে চেয়ে,
মৎস্যলোলুপ যুবা বালক ঘুরে ফিরে শতেক বিল
ফিরছে ঘরে ছিপের বোঝা বয়ে।

(৩)

গ্রাম্যবালা সাঁজের বেলা কুম্ভ লয়ে সচঞ্চল,
দ্রুত চরণ চলছে গৃহ মুখে,
উথলে উঠি পড়ছে লুটি' উল্লসিত কলসী জল,
কাতরা তার কোমল মুখে বুকে।

(৪)

ধানের শিষে চড়াই বসে শতেক স্তুতি গায় না আর
ঝাঁকে ঝাঁকে যাচ্চে দূরে সরি'
আইরি ফুলে আর না বুলে অলি গেছে চক্রে তার,
টুনটুনি আর গায় না দুলি' দুলি।

(৫)

শরের বনে আপন মনে শিয়াল ডাকে স্বদল মাঝ
কর্ণ তুলি' শশক ছুটে বনে,
সারি সারি কাশ কুসুম পরি শিরে শুভ্র তাজ
দোলায় মাথা সাঁজের সমীরণে।

(৬)

আইল পথে কৃষক চলে গেয়ে তাহার উদাস গান,
পবন আনে সুরের সাড়া ক্ষীণ,
বকের দলে কুলায় চলে ব্যাকুল করি পথিক প্রাণ
দিনের আলো সাঁজের বুকে লীন।



(৭)

চকোর ছিল দিবস ধরে মধুর ধ্যানে মগ্ন যার,
সাধক ছিল যাহার সাধনায়,
আসলো ভেসে নীল আকাশে ঢেলে শশী সুধার ধার,
সফল সাধন ভুলায় বেদনায়।

(৮)

আজকে সাঁজে বক্ষে বাজে আবছায়াতে কার কথা,
বুঝতে নারি বলতে নারি হায়
বাঞ্ছিত মোর কোন সুদূরে একি ওগো তার ব্যথা
দিনের শেষে জাগছে এ হিয়ায়।

(৯)

যাহার আশে প্রবাস বাসে সেবক তাহার যাপছে দিন,
কেবল শুধু তাহার স্তুতি গাহি,
আসবে নাকি এমনি দিনে বাজায়ে তার স্বর্ণ বীণ
আকাশ গাঙে কনক তরী বাহি।



পল্লীকবি।



অজয় পারে ওই যে ভাঙ্গা দেয়াল আছে পড়ি,
শিউলি এবং শ্যামলতাতে করছে জড়াজড়ি,
বছর বিশেক আগে
মনের অনুরাগে
থাকতো হোতায় পল্লী কবি অনেক দিবস ধরি।

(২)

ভোর হলে সে ডাঙ্গার মাঠে আগেই যেত ছুটি,
মুখ্‌টী তাহার দেখতো রবি সবার আগে উঠি,
কোকিল নিশি ভোরে
ডাকতো তাহার দোরে
না উঠতে সে, কুসুম গুলি উঠতো আগেই ফুটি।

(৩)

সাঁজের বেলা থাকতো পারের ঘাটটী পানে চেয়ে
ফিরতো বাড়ী কৃষক তারি তৈয়ারি গান গেয়ে।



হাসতো শুনে কবি
ডুবতো নভে রবি
মাঝিরা সব যেত তাদের বোঝাই নৌকা বেয়ে।

(৪)

গ্রাম খানিকে ঘিরতো যখন রাঙা অজয় বানে
উঠতো যেন কি এক তুফান কবির কোমল প্রাণে।
শশক শিশু ধরি
রাখতো বুকে করি
বাঁচাতো সব পাখীর ছানায় স্নেহের ছায়া দানে।

(৫)

রাখাল রাজার ভক্ত ছিল রাখালগণের প্রিয়
অতিথিদের সৎকারেতে পুণ্য তাহার গৃহ।
সর্ব্ব জীবে দয়া
অতুল স্নেহ মায়া,
হরিনামে চোখের বারি পরম রমণীয়।

(৬)

গেছে কবি নামটী তাহার গাঁয়ের বুকে আঁকা
তরু-লতার শ্যামলগায়ে মমতা তার মাখা।
আজও তাহার গানে
তারেই ফিরে আনে,
আজও তাহার বিহনে গ্রাম ঠেকছে ফাঁকা ফাঁকা।



ভুঁদি।

নাইক জানা নামটী তাহার কি
ভুঁদি বলে সবাই তারে ডাকে,
বয়স তাহার মোটে বছর চার
দুনিয়াতে ভয় করে না কা'কে।

এই বয়সেই ডাংপিটা সে বড়
তাড়িয়ে ধরে মস্ত ভেড়ার ছানা,
কুকুরেরা পলায় তাহার ডরে
ঢিল ছোড়া তার ভালই আছে জানা।

হাতে তাহার ঘোরে সদাই লাঠি
সকল লোককে মারতে যায় যে দোড়ে,
কারো কাছেই হার মানে না কভু
এক ঘা দিলে দুঘা দেয় সে জোরে।

ছোট ভাই তার নামটী তাহার চাঁদা
শান্তি নাই তার কারো কাছেই দিয়ে
এত বড় বীরটা যাহার দাদা
সাধ্য কাহার ছোঁয় বা তারে গিয়ে।



সে দিন বড় মেঘের বাড়াবাড়ি
পড়তেছিল বৃষ্টি টিপিটিপি
হঠাৎ তাহার ঠাক্‌মা সেথা আসি
'চাঁদুকে' তার ধরলে চুপি চুপি।

আজকে চাঁদুর দোষটা বড় বেশী
পিঠে তাঁহার মারলে চাপড় জোরে
বল্লেন তিনি ওরে দুষ্ট ছেলে
ফেলে দেব এই আঙিনায় তোরে।

রুখে ভুঁদি বললে কেন ওকে
ফেলে দেবে এই দেখেছ লাঠী'
ঠাক্‌মা তাহার বললে বিচার ভাল
তোরা দুজন আর কি আমি আঁটি।

আমি কিন্তু ছাড়ব না আজ মোটে
চাঁদুকে আজ দেবই দেব ফেলে
না হয় ফিরে নে তুই তাহার মার
দেখিনি ত এমনতর ছেলে।



হঠাৎ ভুঁদির মুখটী হল চূণ
ভাবলে সে যে দোষটা চাঁদুর বটে
সরে এসে পিঠটী পেতে দিয়ে
বলে ফিরে দাও তা আমার পিঠে

ঠাক্‌মা তাহার নয়ন জলে ভেসে
বক্ষে তুলে চুমা দিলেন মুখে
ভাবলে ভুঁদি, ভীষণ ব্যাপার খানা
সহজেতেই যা হক গেল চুকে !

—————



আমার সমালোচক।



পঙ্কু তারা রঞ্জন দ্বিজ কালো
এরাই আমার সমালোচক ভাই
কতক তারা পড়েই বলে ভালো
কতক নাহি পড়েই বলে ছাই।

কালো কিছু অধিক বিচক্ষণ
সবে সে ত নয় বছরের ছেলে,
কবিতা সে বোঝে বিলক্ষণ
তাহার সাথে খাবার কিছু পেলে।

'তারা' জানে সৌন্দর্য্যটাই যে রে
যত বল সব কবিতার মূল
কাজেই আমার খাতার পাতা ছিঁড়ে
গড়ে তাতে নানান রকম ফুল।

কবিতার মোর প্রচার যাতে বাড়ে
'রঞ্জনের' টান সেই দিকেতেই বেশী,
নৌকা গড়ে নিত্য 'কাঁদর' ধারে,
ভাসিয়ে দেয় আপন মনে হাসি।



'দ্বিজ' সে ত ভাবের রাজ্যে ঘোরে,
উচ্চ ভাবের বড়ই পক্ষপাতী,
খাতা ছিঁড়ে ঘুড়ি তৈয়ার করে,
নিত্য করে সমীরণের সাথী।

পঙ্কুর কিছু শব্দের দিকে টান
মগ্ন তাহার অর্থ বিশ্লেষণে
পাতা কেটে পটকা তৈয়ার করে
শুনায় তাহার খেলার সাথীগণে।

ম্যাথু আরণল্ড ডাউডেন বঙ্কিম রবি
এদের কাছে লাগবে না কেউ মোটে,
এমন মধুর তীব্র সমালোচক
কাহার ভাগ্যে এক সাথেতে জোটে।

'সাদাসিধার' গান।

স্নান করিয়া দুধের গাঙে এসো তমোসংহারি
এসো সাদা শূন্য প্রাণে পুণ্য প্রভা সঞ্চারি।
সাদাসিধার সেবক মোরা গাঁথব মালা কুন্দরই
সাজাও ধরায় শীর্ণা পূতদর্শনা ও সুন্দরী।

(২)

তপের শেষে গৌরীসম মানস বধূ উন্মনা,
যৌবনেরি তিরস্কারে ভুলবে না সে ভুলবে না,
চপল বটুর নিন্দা ঠেলি, ঠেলি বিলাস কণ্টকে,
বরবে সে যে বরবে ওগো বরবে নীলকণ্ঠকে।

(৩)

হবে চিতাভস্ম তাহার শুভ্রফেনশয্যা যে
অভ্র সম শুভ্র বরে লজ্জা দিবে লজ্জাকে।
চায়গো সে যে সত্য শিবে চায় না শুধু সুন্দরে,
থাকবে রূপের পান্‌সী রঙিন কদিন ধরা বন্দরে।



(৪)

তুমি সকল রূপের মালিক বিশ্বনাথের বর্ণ হে,
তুমিই কর শ্যামল হরিৎ ধরার তৃণ পর্ণকে।
মহাকালের বিভূতি হে প্রলয় রাখ বন্ধনে
স্নিগ্ধ তোমার গাত্র সাদা নন্দনেরি চন্দনে।

(৫)

এসো প্রিয় হে সনাতন এসো আমার অন্তরে
ভুলায়ো না ভোজবাজিতে নানা রঙের মন্তরে।
তুমি এসো তুমিই থাক, এসো ধরায় ধূর্জ্জটি,
জটাজালের ঝাপটা দিয়ে নাশো মোহের কুজ্ঝটি।



৺ক্ষেত্রমোহন।



(রিপণ কলেজের বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক
আমার শিক্ষাগুরু)

আজিকে কার অভয়বাণী পশেছে তব শ্রবণে
ত্যজিয়া গেলে শিষ্য সখা বরগে,
সুদূর পথ পান্থ কেন শ্রান্ত আজি ভ্রমণে
পড়েছে ডাক পড়েছে বুঝি স্বরগে।

(২)

কবিতা চেয়ে মধুর হতো গণিত তব পরশে
হাসির সাথে বুঝায়ে দিতে সকলি,
আজিও প্রাণে সে সব কথা অমিয় ধারা বরষে
তোমার তরে পরাণ উঠে ব্যাকুলি।

(৩)

'সাদাসিধার' সেবক তুমি করিতে ঘৃণা নকলে
সরল হিয়া উঠিত ফুটি আঁখিতে,



ছিলনা মতি 'হুজুগে' তব ছিলনা প্রীতি 'বদলে'
হৃদয় ভরা ভকতি ঢাকি রাখিতে।

(৪)

হে গুরু দ্বিজ, ভকত সুধী গেছ শ্রীহরি চরণে
চিরদিবস গেছ শিখায়ে হাসায়ে,
আজিকে কেন এমন করে তব অকাল মরণে
যাবার কালে গেলে সবারে কাঁদায়ে।

———

রাণী বরুণা।



গুরুরে ডাকি সজল আঁখি
কহিছে রাণী 'বরুণা',
রাজ্য মোর লহগো লহ
প্রকাশি মোরে করুণা।
বৃথা বিভব রতন রাজি
রবনা তাহে মজিয়া,
আশীষ করো মরি গো যেন
শ্রীহরি পদ ভজিয়া,
হয়েছি আমি তীর্থকামী
মুক্তি পাব মরণে,
পুরাণো, নব বিভব সব
সঁপিনু তব চরণে।
বৃদ্ধ গুরু কহিল ধীরে
হাসি রাণীর বচনে,



আমি বিফল বিভবে মজি
রহিব কারা ভবনে।
আমি যে মাতা তোমারি গুরু
দেখাবো পথ তোমারে,
সকলি ত্যজি এখনি আজি
ধরিনু ঝুলি কাঁথা রে,
এতেক বলি কোথায় হরি
কোথায় হরি গাহিয়া,
চলিল গুরু দেখিলনাকো
ভবন পানে চাহিয়া।

দূরে।

কেবল দূর হতে দেখিতে ভাল শুধু
ক্ষণিক ধরণীর সুষমা
বারিধি বারি যেন তুলিলে কর পুটে
থাকে না যায় চলি নীলিমা।
যাহারে কাছে পাই তাহারে করি হেলা
দেখিনে তার মধু মাধুরী,
চলিয়া গেছে যাহা তাহারি পিছে ধাই
মানব হৃদে একি চাতুরী।
সুমুখে দিবা নিশি বিরাজে যে কুসুম
তাহারে দেখিনাক চাহিয়া,
পাপিয়া গৃহ দ্বারে ডাকি না পায় সাড়া
থামে বিদায় গীতি গাহিয়া,
মানস অলি ভোর দূর কেতকী হেরি
নিকটে পারিজাতে বসে না,
দীপের কাছে চির আঁধার পড়ে থাকে
আলোক রেখা সেথা পশে না।



একটি তারার প্রতি।



ওগো সুদূরের রাণি !
কোন অলকার দ্রাক্ষা নিঙারি
ভরেছ কুম্ভখানি।
নয়নে নয়নে এত মধুকথা,
সোহাগিনী তুমি শিখিয়াছ কোথা,
আকুল আঁচল পলকে পলকে
মুখে বুকে লহ টানি।

(২)

নীল আকাশের তারা,
গভীর নিশীথে পশে মোর কাণে
তব নূপুরের সাড়া।
তুমি স্বরগেতে আমি ধরাগায়,
তবু চেনা চেনা লাগে যে তোমায়,
সুধামাখা কার মুখখানি যেন
তোমাতে হয়েছে হারা

(৩)

ওগো গুরুজন ভীতা,
তুমি যে আমার মানসমোহিনী
নহ ত অপরিচিতা।
কত নিরজনে কত সন্ধ্যায়
শতবার দেখা তোমায় আমায়
তুমি যে আমার হৃদি-মালঞ্চে
কণক অপরাজিতা

(৪)

দাঁড়াও দাঁড়াও আলি,
তৃষিত পথিকে ও দ্রাক্ষারস
দাও দাও সখি ঢালি,
পিয়াও পীযূষ ওগো বরনারি
হউক অমর তোমার পূজারি
কণক বরণি, কণক কুম্ভ
হবে না তোমার খালি।

———



অস্থির ।

সুদূর ফুলের গন্ধ সম তোদের গতি চঞ্চলা
ধরে তোদের রাখতে নারে ধরা শ্যামলঅঞ্চলা ।
কোন কাননের কোকিল তোরা থাকিস্ রে কোন নন্দনে
দুদিন এসে পলাস্ হেসে ভরাস্ জীবন ক্রন্দনে ।
তোরা সুখের সঙ্গী ওরে, তোরা সখের যাত্রী যে
দিস্‌নে রবি পড়তে ঢলে দেখিসনে কাল রাত্রিকে ।
পথ যে তোদের ভরা আলোয় মধুর ভ্রমরগুঞ্জনে
শান্ত হৃদয়রঞ্জনেরি প্রণয়পীযূষ ভুঞ্জনে ।
জমাট মেলায় 'ধুলোট' করিস, ঢাকিস সুনীল অম্বরে
মুকুলধরা শুকাস তরু ব্যথা কি আর সম্বরে ।
দোলের মাঝে মাথুর আনিস্ সুখের মাঝে যন্ত্রণা
আসর ভেঙে হঠাৎ পলাস বলরে এ কার মন্ত্রণা ।
কোথায় রে "সম" তোদের গানে কোথায় রে ছেদ ছন্দতে
ফোটার আগে পড়িস ঝরে অন্ধ ত্রিদিব গন্ধতে ।
থামিয়ে দিস অস্থাযাতে প্রাণভোলানসঙ্গীতে
হঠাৎ ফেলিস যবনিকায় নিভাস্ আলোক ইঙ্গিতে ।



শূন্য শৃঙ্খল।

কোথায় পাখি, ওরে বালার
সাধের পোষা পাখি,
উড়িয়া গেলি কোন্ গগনে
দিয়ে সবারে ফাঁকি।
শিকল আজি জানায় কাঁদি,
রাখিতে তোরে পারেনি বাঁধি,
ভাবিছে বালা কমল করে
কপোল রাঙা রাখি,

(২)

কোন গহন কানন ভূমি
কোন্ শ্যামল শাখি,
কোন্ গগন কোন্ পবন
লইল তোরে ডাকি।
কোন্ মধুর ফলের রাশি
কোন্ ফুলের মধুর হাসি,



ভুলালো তোরে ভুলালো তোর
পরাণ মন আঁখি।

(৩)

কেমন করে ভুলিলি ওরে
ও মধু ভালবাসা,
মিলিবে কোথা এত আদর
এমন মধুভাষা।
তিয়াসা মাখা কমল আঁখি
কোথায় গেলে পাবিরে পাখি,
অমন হৃদি ছাড়ি' কোথারে
বাঁধিবি বল বাসা ?

(৪)

ওরে সুদূর যাত্রী ওরে
ওরে অবোধ খল,
স্নেহের শত বাঁধন তোরে
টানিবে কি না বল ?
তুঁহার লাগি হতাশ প্রাণে
চাহিছে বালা শিকল পানে



সলিলে আহা উঠিছে ভিজি
নয়ন শতদল।

(৫)

ওই সোণার শিকলি খানি
শূন্য দাঁড়ে গাঁথা
ভুলিতে তারে দেবে না যে রে
ভুলিতে তোর ব্যথা,
তুই ত সেথা নূতন নীড়ে
কত যে গান গাইবি ফিরে
সে গীত মাঝে রহিবে কিরে
বালার কোন কথা ?

অনুরোধ।

রূপের লাগি যদি আমারে ভালবাস
চরণে ধরি ভালবেসো না
রবিরে ভালবাস রূপের আকর সে
আমারে দিওনা সখা যাতনা।
ধনের লাগি যদি আমারে ভালবাস
মিনতি করি ভালবেসো না
জলধি ভালবাস রতন আকর সে
মিটিবে সখা তব কামনা।
আমার লাগি যদি আমারে ভালবাস
জনম জনম সখা ত্যজো না
হৃদয় ফুল সম দিব হে তব পায়
আপনি বিকাইব আপনা।
রূপ ত দুদিনের সুখ সে স্বপনের
দুদিনে নিভে যাবে রবে না,
প্রেম যে চিরদিন রহিবে হৃদে লীন
কভু বিপথ পানে চাবে না।

পূর্ণিমা।

মাতোয়ারা মধু রজনী,
কুসুম চুমিছে কুসুম বদন
চুমে কিসলয়ে গোপনে পবন,
তারায় তারায় মিলায় নয়ন
দেখ দেখ চেয়ে সজনি।
বুঝি এমনি নিশীথে সখিরে
প্রথম প্রণয়ী ধরে প্রিয়াকর,
প্রথম চুমিল ভ্রমরী ভ্রমর,
প্রথম পিকের জাগে মধুস্বর
কেঁদে মরে চখা চখীরে।
বুঝি লোক লাজ ভয় পাসরি,
এমনি নিশায় ব্যাকুলি পরাণ,
যমুনার জল বহায়ে উজান,
প্রথম মধুর রাধা রাধা নাম
গাহিল শ্যামের বাঁশরী।



বুঝি এমনি নিশীথে গোপনে,
রক্ত অধর সুপ্ত ঊষার,
শিহরি উঠিল পরশে কাহার
চিরবাঞ্ছিত প্রণয়ী তাহার
চুম্বিল চারু বদনে।
বুঝি এমনি শোভনা রাতিরে,
যক্ষ আপিয়া প্রিয়া মুখে মুখ,
বক্ষে চাপিয়া প্রিয়তমা বুক,
যাপিল প্রণয়ী নিয়োগ বিমুখ
যামিনী দামিনী গতি রে।
বুঝি এমনি পবন চপলে,
মদন রতির চারু ফুল তরী
সুষমার ভারে ডুবু ডুবু মরি,
দ্যুলোক ভূলোক আলোকিত করি
ভাসে পূর্ণিমা অতলে।
বুঝি এমনি মাধবী নিশীথে,
ফুরাবে আমার বিরহ জীবন
আসিবে শিয়রে সে সখা মরণ
অধরে অধর হইবে মিলন
হবে তার সনে মিশিতে।



মাঘে।



আজিকে ঘন আঁধার ঘোর
দারুণ শীতরাতিরে,
সাজান মম কুটীর খানি
মলিন দীপভাতিরে
নাহিক কেহ নাহিক কেহ
রয়েছি আমি একাকী,
এমন রাতে তাহার সাথে
হবে না মোর দেখা কি ?

(২)

উষ্ণ মম শয্যাখানি
বক্ষ মম শূন্য রে
রয়েছে চাহি কাহার পানে
নয়ন দুটী ক্ষুণ্ণ রে,
স্বনিছে বায়ু দুয়ার পাশে
বলিছে যেন কে ডাকি,



একাকী আছ একাকী থাক
রহিতে হবে একাকীই।

(৩)

কপোতী আজ কাঁপিয়া শীতে
বলিছে ডাকি কপোতে,
দারুণ শীত এসো গো এসো
আরো বুকের কাছেতে,
কোকিল বধূ স্বপন দেখি,
সভয়ে উঠে কুহরি
সলাজে ধীরে লুকায় মুখ
বঁধুর কোলে শিহরি।

(৪)

কেবল দূরে কাঁদিয়া ফেরে
বিধূর চখা চখী রে,
শীতের রাতে আমরা শুধু
তাদেরি সম দুখীরে
ও পারে প্রিয়া এ পারে আমি,
বহে বিরহ বাহিনী,



দুজনে কাঁদি দোঁহার লাগি
ধরিয়া সারা যামিনী।

৫

শুনেছি শীতে জড় জগতে
আপন টানে আপনে,
পৌষ রাতি দামিনী গতি
কাটে বাসর যাপনে।
অনুর কাছে অনুকা আসে
মিলন যাচে সকলি,
সকলে টানে আপন জনে
বুকের মাঝে কেবলি।

৬

বৈজ্ঞানিকে শুনেছি গাহে
হিমের গুণ গীতিকা,
বলে সে আনি দেয় গো টানি
কণার কাছে কণিকা,



সে যদি আনে প্রণয় টানে
অনুর কাছে অনুরে
পারে না সেকি আনিতে ও গো
তনুর কাছে তনুরে।



প্রেম ও ভাষা।



মধুর ভবে শুধু নীরব ভালবাসা
হৃদয় অনুভব হৃদয়ে,
জগত মাঝে রয়ে জগৎ ভুলে থাকা
একেতে মিশে থাকা উভয়ে।
মধুর চেয়ে মধু নীরব মধুভাষা
চারিটী নয়নের কাহিনী,
কপোলে রাঙা রাঙা সরম আধভাঙা
ফুলধনুর ফুল বাহিনী।
সুনীল নভ সম প্রেম যে নিরমল
নাহিক উচ্ছ্বাস তাহাতে,
ভাষা ত নিদাঘের বারিধি উচ্ছল
কল্লোল পারে শুধু জাগাতে,
প্রণয় ফুরাইলে জাগিয়া উঠে ভাষা
দেখানো আলাপন চাতুরী,
বন্যা শুকাইলে তটিনী বুকে যথা
বাড়েগো কল্লোল লহরী।



খেলাশেষ

ধূলা খেলার সঙ্গী আমার দাওগো বিদায় দাও
আবার কেন কাতর চোখে আমার পানে চাও।
উঠান ভরা রৌদ্র আছে
ডাকছে দোয়েল আম্র গাছে,
নলিন নয়ন মলিন কেন যাও খেলগে যাও।
ধূলা খেলার সঙ্গী আমার দাওগো বিদায় দাও।

(২)

তোরা নে ভাই যত্নে গড়া আমার খেলা ঘর,
আমার গড়া পাতার টোপর তোরা মাথায় পর।
রাঙ্‌তা দেওয়া পুতুল গুলি,
তোরা সবে নে ভাই তুলি,
আমার গাঁথা বকুলমালা আদর করে ধর,
বেলা এখন অনেক আছে কররে খেলা কর।

(৩)

খেলবো আমি কেমন করে হারিয়ে গেছে যে
মায়ের দেওয়া আমার পুতুল সোণার পুতুল রে,



সে যে আমার প্রাণের সাথী,
সাথেই থাকে দিবস রাতি,
হঠাৎ আমার বুকে থেকে ছিনিয়ে নিলে কে,
তারে ছাড়া খেলবো আমি কেমন করে রে।

(৪)

মনে পড়ে সে মুখ খানি আজকে পলেপল,
মনে পড়ে তাহার দুটী নয়ন শতদল।
মনে পড়ে দীর্ঘ বেলা,
মনে পড়ে সাধের খেলা
অধর কোণে হাসির রেখা শুভ্র নিরমল,
মনে পড়ে মুখখানি তার আজকে পলে পল।

(৫)

বিদায় আজি হৃদয় সখা তোমরা কর খেলা
আমার রবি ডুবু ডুবু ফুরিয়ে গেছে বেলা।
শূন্য আমার খেলার ঘরে,
ধূলার স্মৃতি রইল পড়ে,
কেউ বা তারে আদর করো কেউ বা অবহেলা
বিদায় আজি হৃদয় সখা তোমরা কর খেলা।



অপূর্ব্বদাতা



দয়াময় হরি যাই বলিহারি তুমি অপূর্ব্ব দাতা
দীন জনে দিয়া দয়ার কণিকা খরচ করো না বৃথা।
ললিত লতিকা শিশির মাগিছে তুমি দাও রবিকর
ক্লান্ত বিহগ খুঁজিছে শান্তি তুমি দাও খর শর।
পিপাসী চাতক চাহে জলকণা চঞ্চু যুগল মেলি'
তুমি হাস মৃদু গুরু গর্জ্জনে দারুণ বজ্র ফেলি।
সম্বলহীন চাহে কম্বল তুমি লোটা লহ কাড়ি,
কুয়াসা সিক্ত চাহিলে রৌদ্র তুমি দাও ঘন বারি।
পথহারা চাহে জোছনার আলো তুমি মেঘে ঢাক নভ
তুফান সাগরে তুলহে ঝঞ্ঝা এ দয়া কাহারে কব।
কুসুমকোরক ফুটিবারে চায় ব্যাধি কীট দাও তারে,
ফুটিবার আগে পরে সে ঝরিয়া অশ্রু তটিনী পারে।
মুকুলিত তরু শ্যামল নধর ফল আশা করে সবে,
তোমার কৃপায় সে তরু শুকায় ধরা কাঁদে হাহা রবে।



মুখর পাপিয়া ধরি মধুগান ভুবন ভুলাতে চায়,
না ফুটিতে গান মদালস প্রাণ মলয়ে মিলায় হায়।
চকোরীর বুকে দিয়াছ পিয়াসা চন্দ্রে রেখেছ দূরে,
সূর্য্যমুখীটী চাহি রবিপানে সারাদিন মরে ঘুরে।
হৃদয়ে দিয়াছ আকাঙ্ক্ষা শত শকতি দাওনি শুধু
হে দারুণশঠ নিপট কপট হৃদে বিষ মুখে মধু।
চাহি নাই কিছু দিয়াছিলে সব আবার নিয়েছ ফিরে
রাখিয়াছ কেন হৃদয় মাঝারে স্মৃতির বেদনাটীরে।
খুলে দিয়ে গেছ অশ্রু নিঝর অতি ক্ষীণ ধারা প্রভু
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি ধুইতে পারে নি তবু।
ঐন্দ্রজালিক, তোমার ও দান চাহিনাক আমি নিতে
নিখিলশরণ অভয় চরণ বারেক পারকি দিতে ?



পূজা

তুমি সখা তুমি প্রিয় হৃদয়রঞ্জন তুমি
নয়নে অঞ্জন তুমি মোর
হে চির বসন্ত হরি ভুবন রেখেছ ভরি,
শ্যামধরা রূপে তব ভোর।

(২)

বিমল উষার কোলে ফুল বালকের খেলা
কলকণ্ঠ পাপিয়ার গান
তামসী মেঘান্ধ নিশি শরতের রাকাশশী
জানি যে কেন যে টানে প্রাণ।

(৩)

গভীর নিশীথ কালে দূর শানায়ের সুর,
গৃহমুখী বলাকার রব,
হৃদয় আকুল করে জানিলে কাহার তরে,
ব্যথা শুধু করি অনুভব।

(৪)

এদূর প্রবাসে সখা প্রেমের নীরব ভাষা
শুধু কি শুনিব নিরন্তর,
হৃদয়ের কাছাকাছি পাবনাকি কোন দিন
হে প্রাণেশ হে চিরসুন্দর।

(৫)

জ্বেলেছি হৃদয় ধূপ সাজায়েছি অর্ঘ্যভার,
পঞ্চপাত্র ভরা আঁখিজল,
এসো নাথ এসো স্বামী এসোহে অন্তরযামী
পূজা মোর করনা বিফল।



বৈষ্ণব পদাবলী।



ভক্তির ভাণ্ডারে ওগো তোমরা সুন্দর
অক্ষয় উজ্জ্বলমণি, অমূল্য অতুল,
প্রেমের নন্দন বনে আছ নিরন্তর
চিরস্ফুট মধুময় পারিজাত ফুল।
প্রীতির পীযূষ সরে তোমরা নির্ম্মল,
চিরনব সুরভিত নীল ইন্দীবর
হরিপাদপদ্ম মাঝে চির অচঞ্চল
তোমরা সুতৃপ্ত মুগ্ধ প্রমত্ত ভ্রমর।
রাধার চরণ স্পর্শে উঠেছ কি ফুটি'
ভক্তি বৃন্দাবনে শত অশোক মঞ্জরী
কিংবা মুকুতার মালা অভিমানে টুটি'
ছড়ালো কবিতা কুঞ্জে ব্রজের সুন্দরী ?
না গো না বৈষ্ণবভক্ত রেখে গেছে হেতা
ছোঁয়ায়ে হরির পদে তুলসীর পাতা।



মরণ



তপখিন্ন তনু যবে নিরাশায় তাম্র হবে
 দুখ শোক হোমাগ্নিতে শুকাইবে লাবণ্য আমার,
আত্মবন্ধু সখীদল ভগ্ন আশা অবিরল
 সমদুখী মোর দুখে ফেলিবেক নয়ন আসার
তুমি কি বর্ণীর বেশে তখন দাঁড়াবে এসে
 করে পলাশের দণ্ড শিরে জটা পিঙ্গলবরণ,
আপনার বর বেশ লুকাইয়া হে মহেশ
 শেষে কি কম্পিত কর সযত্নেতে করিয়া গ্রহণ
 দাঁড়াইবে আসিয়া মরণ ?

(২)

চেয়ে তব আশাপথ যবে ভগ্ন মনোরথ
 বৃন্তভাঙা দেহখানি লুটাইবে ধরণীর গায়,
শোভন মালঞ্চ থেকে ঝরে যাবে একে একে,
 বিমল কুসুম অর্ঘ্য নিদারুণ নিরাশার বায়



এ বনতুলসী নিতে আসিবে কি ব্রজ হতে
মনে কি পড়িবে শ্যাম কুবুজার কুরূপ বদন,
লভি যবে পদধূলি নয়ন আসিবে ঢুলি,
এ পাণ্ডু কপোলে দিয়া প্রণয়ের প্রথম চুম্বন,
দাঁড়াবে কি আসিয়া মরণ ?

(৩)

সান্দ্র মধু পূর্ণিমায় উছলি পড়িবে হায়,
বসন্তলহরী যবে জীবনের বিশুভ্র বেলায়,
রূপবৃন্তে ঢল ঢল যবে আশা শতদল
আলোকিবে হৃদি সর প্রণয়ের বিচিত্র বিভায়,
স্বপনে লভিয়া বঁধু ত্রিদিব চুম্বনমধু
পুলকে আসিবে মুদি যবে মোর এ দুটী নয়ন
সত্য করি স্বপ্ন মম তুমি অনিরুদ্ধ সম
করিবে পবিত্র কিহে মম কুশ কুসুম শয়ন
বক্ষে মোর রাজিবে মরণ ?



প্রতীক্ষায়।



এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান
নিরাশে কেটে গেল দীরঘ দিনমান।
অদূরে নীলাকাশে,
তপন নিভে আসে,
দিনের আলো ধীরে হল যে অবসান
এখনো নদীকূলে রেখেছি তরীখান।

(২)

গহন কালো মেঘ জমিছে নভ গায়
ঝটিকা হু হু করে মরম বেদনায়।
ধূসর তরু শিরে
আঁধার নামে ধীরে
পথিক আর কেহ পথে না দেখা যায়
গহন কালো মেঘ জমিছে নভ গায়।

(৩)

ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদীজল
আঘাতি দুটী তীর করিছে কল কল।



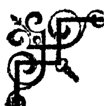
ভাঙা এ তরী মোর
ভাসাতে করে জোর,
তরণী ঘায়ে ঘায়ে কাঁপিছে অবিরল,
ডেকেছে বান আজি ফুলিছে নদী জল।

(৪)

দিতেছি খেয়া আমি বহু দিবস ধরি
যাহার পথ চেয়ে হেথায় আছি পড়ি
মোর সে প্রাণপ্রিয়
ভুলে কি গেল গৃহ,
সে চিরপরিচিত এলো না আজো মরি,
দিতেছি খেয়া আমি বহু দিবস ধরি।

(৫)

পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদজোর
কাষ্ঠতরী খানি হবে কণক মোর।
রয়েছি হেতা হায়
এখনো সে আশায়,
তটিনী সাথে মোর মিশিছে আঁখিলোর
পাব এ বুক মাঝে তাহারি পদজোর।



(৬)

আঁধার ঘনঘোর নব তুফান মাঝ,
তরণী ডুবু ডুবু, বুঝি গো শেষ আজ।
আজিকে শেষ দেখা
দাও হে প্রাণ সখা,
হৃদয় মাঝে এসো, এসো হৃদয়রাজ,
আঁধার ঘনঘোর নব তুফান মাঝ।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত

শতদল।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য চারি আনা।

এক শত সৌরভময় দলে পূর্ণ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ, সার গুরুদাস, অধ্যাপক ললিতকুমার, সুলেখক প্রভাতকুমার প্রভৃতি কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজস্কোয়ার ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুরুদাস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্যসম্রাট—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"আপনার প্রণীত শতদল পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মত রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনো কখনো মৌমাচির হুলেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।"

স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শতদল একশত দলই আঘ্রাণ করিয়াছি। ভাবুকতার মৃদুসৌরভে ইহা প্রকৃতই পদ্মের সহিত উপমেয়। আজকালকার বিকট প্রেমের কবিতায় যে একটা কাঁটালে চাঁপার উগ্রগন্ধ পাওয়া যায় ইহাতে তাহা নাই। শতদল আদরের বস্তু হইয়াছে, বহুবার পড়িলেও এরূপ কবিতা পুরাতন হয় না। এ নাটক নভেল প্লাবিত দেশে এরূপ ভাবুকতাময় ক্ষুদ্র কবিতার পাঠক যুটিবে কি? * * *

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,

প্রণীত।

উজানি।

মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র।

এক একটি গাথা শিশিরসিক্ত সেফালির ন্যায় মনোরম। অসংখ্য সংবাদ পত্রে প্রশংসিত।

সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন—"উজানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রায় প্রত্যেক কবিতাই অপরোক্ষ রসানুভূতির ও সুসংযত কল্পনার পরিচয় দান করে। আমার পড়া শুনা বড় কম কিন্তু যতটুকু পড়া শুনা আছে তাহাতে 'উজানির' কবিতাগুলির মত এমন সরল এমন সরস অথচ গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা অতি অল্পই পড়িয়াছি। প্রত্যেক কবিতা এক একটি বিশেষ রস চিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যাঁর প্রেরণায় 'উজানির' এ রস ফুটিয়াছে তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করি।"

একতারা

মূল্য—৷৷৹ মাত্র।

সকল সংবাদ পত্রে একবাক্যে প্রশংসিত, কবিতাগুলি যেন ভাষায় ভাবের ফটোগ্রাফ। অতি সুন্দর।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ প্রণীত

বনতুলসী।

মূল্য পাঁচ আনা।

কবি হৃদয়ের ভক্তি-চন্দনমাখা এক শত আট পাতা বনতুলসী বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ব্ব।

বনতুলসী গ্রন্থকারের পূর্ব্ব বিরচিত শতদলের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম—তাহাতে মধুও মিলিয়াছিল সম্প্রতি তিনি 'বনতুলসী' চয়ন করিয়া ভারতীর পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পূজা সার্থক হউক! আমরা এই ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ পাঠে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবি মহাপুরুষগণের যে বাণী ছন্দোবদ্ধ করিয়া নিজ ভক্তহৃদয়ের সুরভি মিশাইয়া এ পূজার ডালি সাজাইয়াছেন, আশা করি, তাহা মানবহৃদয়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ আনয়ন করিবে।

বঙ্গদর্শন।

বনতুলসী ঃ—সন্তশোকসন্তপ্তহৃদয়ে 'নিদারুণ শোক সায়কের' ব্যথা ভুলিতে না পারিয়া তিনি শ্রীহরির চরণোদ্দেশে যে অশ্রুসিক্ত বনতুলসী উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা মনে করিলে প্রাণে গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হয়। কবিতাগুলিতে এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা কান্ত কবিরই নিজস্ব ছিল। সহজ কথায় গভীর ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি কবির অসাধারণ।

প্রসূণ।

সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ, কবিশেখর মহাশয় দিয়াছেন—

প্রাণের অর্ঘ্য।

(উজানির পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের উদ্দেশে।)



ঐ—বাঁশের বাঁশীতে কেগো গান গায়
পল্লীর মাঠ ভরিয়া ?
ডাকে মাঠ পানে ঘরের পরাণ হরিয়া।
এ কোন্ বাউল পল্লীদুলাল ?
ফিরে এলো কিরে ব্রজের রাখাল ?
নীলকণ্ঠের ললিত কণ্ঠ এলো কি আবার ফিরিয়া ?
দাশুরায় এলো স্বরগের পথ ঘুরিয়া ?

ওগো—কে তুমি এনেছ মথুরার দ্বারে
যতন—মথিত নবনী,
বনফুল আর শিখিচূড়া ধড়া পাঁচনী ?
কে তুমি এনেছ সিত 'শতদল'
যবের শীর্ষ রুচির শ্যামল
অতসী কুন্দ রসাল মুকুল পূজিতে জ্ঞানের জননী ?
তব চোখে ধরে যশোদার রূপ অবনী।

ঐ রাজ সভাতলে এ কোন্ তাপসী
চিরশিথিলিত কবরী,
আশ্রম হতে এনেছ সঙ্গে আমরি !
মুখর এ শুকে কোথা পেলে বনে,
ধরে' আনিয়াছ নগর-তোরণে ?
গন্ধে চিনেছি মৃগনাভি-রস এনেছ বাকলে আবরি'
চামর-হস্তা তোমার সাথের শবরী !

তুমি—সেদেশ হইতে এসেছ, যথায়
বায়ু ফিরে ফুল চুমিয়া
যথা বধূদের কলসের জল অমিয়া।
যথায় তুঙ্গ হর্ম্ম্যের ছায়,
জ্যোছনার প্রাণ ঢেকে নাহি যায় !
উদার আকাশে মাঠে হিয়া—পাখী
পাখা মেলে ঘুরে ভ্রমিয়া !
পক্কে ভূঁয়ে ধান, দেবালয়ে প্রাণ নমিয়া।

ওগো 'রঞ্জন' হৃদি-সরোবরে ভক্তি-কুমুদ ফুটেগো।
তব গানে মোর আঁখির 'উজানি' ছুটেগো !
হাঁস—পারাবতে প্রাণের 'খামার'
গোধনে ধান্যে ভরে গো আমার !
আপল খেলিয়া মরমের মীন নগরের জাল টুটে গো !
চিত্ত আমার সেফালির ফুলে লুটে গো !

এস কবি এস বরিব তোমায় 'বনতুলসীর' কাননে,
হরি চরণের দীপ্তি তোমার আননে।
বাহুদুটী দিয়ে রচি' নবহার
দিব উপহার কণ্ঠে তোমার!
চন্দন-রস ফুটাইলে যাহা আমার পাষাণ নয়নে,
প্রেম-ফুল সহ তাই দিব তব চরণে।

'বিজয়া' হইতে উদ্ধৃত

শ্রীকালিদাস রায়।

